তারিখ ... 2 4 FEB 2005
পৃষ্ঠা ...

যুগান্তর

স্কুল-কলেজে কম্পিউটার বিতরণে নতুন নীতিমালা : সাংসদরা তালিকা দেবেন

যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা

শফিউল ইসলাম

দেশের বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের অধীনস্থ স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় কম্পিউটার বিতরণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন নীতিমালা বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। কম্পিউটার বিতরণের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা এখন সংসদ সদস্যরা দেবেন। সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ে এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়া কম্পিউটার বিতরণে পুরনো কমিটিতেও রদবদল এসেছে বলে জানা যায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির আলোকে বিভিন্ন বোর্ডের অধীনে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় কম্পিউটার বিতরণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারকে সভাপতি করে কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটির অধীনে সারাদেশে প্রায় দশ হাজার কম্পিউটার বিতরণ করা হয়। এই কমিটিতে সংসদ সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। এমনকি স্থানীয় সংসদ সদস্যদের বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করার সিদ্ধান্তও ছিল না। বিভিন্ন বোর্ডের রেকর্ড অনুযায়ী যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কম্পিউটার বিতরণ করা হতো। এভাবে স্থানীয় সংসদ সদস্যরা কোনরূপ বেনিফিট না পাওয়ায় কম্পিউটার বিতরণে সমস্যার সৃষ্টি করেন এবং কম্পিউটার বিতরণ কমিটিতে তাদের অন্তর্ভুক্তির দাবি করেন বলে মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়। এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই কম্পিউটার বিতরণ নীতিমালাসহ কমিটিতে ব্যাপক রদবদল আনা হয়েছে এবং বৈঠকে বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে। বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক সভাপতিত্ব করেন বলে সূত্র জানায়। কম্পিউটার বিতরণ কমিটিতে বিভাগীয় কমিশনারকে বাদ দিয়ে সংশ্লিষ্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানকে কমিটির সভাপতি করে ৭ সদস্যের কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এই কমিটি কম্পিউটার বিতরণের আগে স্থানীয় সংসদ সদস্যের কাছ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা চাইবে। সংসদ সদস্যের কাছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা চাওয়ার কারণে নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি লংঘন এবং বিষয়টি অতিমাত্রায় রাজনীতিকীকরণ হবে বলে মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তারা মন্তব্য করেন।

এ সম্পর্কে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আনম এহছানুল হক মিলন যুগান্তরকে বলেন, সংসদ সদস্যরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা দিলেই সেসব প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার বিতরণ করা হবে তা নয়। অবশ্যই সেসব প্রতিষ্ঠান কম্পিউটার পাওয়ার যোগ্যতা রাখে কিনা সেটা কমিটি যাচাই করে দেখবে। এখানে রাজনীতি করার কিছু নেই। এছাড়া শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে শিক্ষা ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ত করার কোন বিকল্প নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, জনপ্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যরা স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানার অধিকারও রাখেন।

উল্লেখ্য, কম্পিউটার পেতে হলে যেসব যোগ্যতা প্রয়োজন তার মধ্যে রয়েছে ২০০৪ সালের এসএসসি পরীক্ষায় উপজেলায় সবচেয়ে ভাল ফলাফল অর্জনকারী মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমপক্ষে ৪০ জন। এ রকম দাখিল পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জনকারী মাদ্রাসা যার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমপক্ষে ৩০ জন। উপজেলার মধ্যে ভাল ফলাফল অর্জনকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, যার কম্পিউটার শাখা এবং কম্পিউটার শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী আছে। এরকম একটি মহিলা কলেজও যোগ্য। জেলা সদরে অবস্থিত সিনিয়র মাদ্রাসা এর আওতাভুক্ত রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্যয়ে একটি '১০০০ভিএ ১৫ মিনিট ব্যাকআপ' মানের ইউপিএস স্থাপন করতে হবে। এ জন্য ইউপিএস ক্রয়ের প্রমাণপত্র প্রদর্শন করতে হবে।